নারী মুক্তি, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট।

আজ বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে ভারত উপমহাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের উপর একটি আলোচনা শুনছিলাম। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন দুই বাঙ্গালী নারী। ভারত থেকে কৃষ্ণা বসু এবং বাংলাদেশ থেকে তাসলিমা হোসেন। উভয়ই স্ব স্ব দেশের সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন এবং ছিলেন। বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনে আমি নিজেও এক কালে সম্পৃক্ত ছিলাম। আজ যারা এই আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন, তারা অনেকেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু এবং সংগ্রামী কর্মী হিসাবে রাস্তার সাথী ছিলেন। ঐ দুই মহিলা নারী মুক্তি সম্পর্কিত আলোচনায় যে ধারণা দিলেন, সেই একই ধারণা পোষণ করেণ নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সকল কর্মীরা ।

আকিমুন রহমান বা তসলিমা নাসরিণ কখনোই বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। নারী মুক্তিকে উভয়ই নিজ কেরিয়ার বিল্ডিং এর কাজে ব্যবহার করে বিখ্যাত হতে চেয়েছেন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য সমূহকে বিতর্কিত করে স্বার্থান্বেষী মহলের কৃপা লাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিজেরা আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকেননি। তসলিমা নিজে বহু পরুষগামী এবং পরুষগামীতাকে নারী মুক্তি মনে করেণ। তিনি সাধরণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে মৌলবাদীদের হাতে আন্দোলনের ইস্যু তুলে দিয়ে বিদেশীদের সহনুভূতি এবং অর্থ সংগ্রহ করতঃ বিদেশে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করেছেন। বর্তমানে তিনি বিদেশে অবস্থান করে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিদের চরিত্র হনন করতঃ বিদেশী প্রভুর কৃপা লাভের আশায়রত।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং তাদের অনুভুতি ও আন্দোলনের সাথে সম্পর্কহীন বিদেশে বসবাসরত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক/যুবতী তসলিমার বহু পুরুষগামীতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে নারী মুক্তি আন্দোলনের মডেল হিসাবে দাড় করতে ব্যস্ত। এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক/যুবতীদের সমাজ, সভ্যতা, Social Dynamic এবং বস্তুবাদী ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় স্বচ্ছ ধারণার অভাব হেতু সামাজিক জটিলতা এবং ধর্মের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝতে অক্ষম বিধায় সমাজের মহাপিতামহ বৃদ্ধ ধর্মকে, যার মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ইসলামকে সাম্রাজ্যবাদের মত সব সমস্যার মূল হিসাবে দাড় করিয়ে দেন। এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা ধর্ম বা ইসলামকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখতে অভ্যস্থ নয়, কারণ মন মানসিকতায় তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বা মৌলবাদকে অতিক্রম করতে পারেণি। তাই ঐ ব্যক্তিরা মৌলবাদীদের মত ইসলামকে বিশ্লেষণ করে Metaphysics এর দৃষ্টিকোন থেকে। কোরাণের মধ্যে মৌলবাদ যেমন Physics এর গন্ধ পায়, তেমনি Metaphysics এর মধ্যে Physics শব্দটির গন্ধ পেয়ে যুক্তিহীন নাস্তিকরা পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব খোজেন কোরাণে। তাই আস্তিক ও নাস্তিক উভয় যুক্তিহীনই মৌলবাদের এপিট আর ওপিট। আর নর্তন কুর্তন করেণ প্রভূর ইচ্ছায়।

আরবী ”জেহাদ” শব্দটির বাংলা অর্থ সংগ্রাম। মানুষের ইতিহাস সংগ্রাম বা জেহাদের ইতিহাস। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজ প্রয়োজনে নর ও নারী মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ছিল। আবার এই নর ও নারী নিজ প্রয়োজনে ঐ সমাজকে পিতৃতান্ত্রিকে রূপান্তর করে। সমাজ তার নিজ প্রয়োজনে বাধা নিষেধ অরোপিত করে এবং সমাজ অগ্রগতির সাথে প্রয়োজন শেষে বাধা নিষেধ পরিত্যাক্ত হয়। আলোচ্য এই প্রক্রিয়া বুঝতে হলে নরবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকতে হবে। চুম্বকের পোল যেমন অবিচ্ছদ্য, তেমনি নর ও নারী অবিচ্ছদ্য।

ল্যাস ভেগ্যাসের মত নারীকে উলঙ্গ নৃত্য করতে দিলেই নারী মুক্তি হয় না। নারীর মুক্তির জন্য প্রয়োজন নর ও নারীর যৌথ অর্থনৈতিক মুক্তি, যা পুঁজিবাদী সমাজে সম্ভব নয়। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নর ও নারীর যৌথ মুক্তি অর্জন করতে হবে। নর ও নারী একে অন্যের শত্রু নয়, পরষ্পর পরিপূরক।

হিব্রু ক্রিতদাসেরা ফেরাউনদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের নামে জেহাদ বা সংগ্রাম করে মুক্ত হয়ে ইহুদী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল। আবার এই ইহুদীরাই উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যীশুকে হত্যা করেছিল, যে যীশু রোমের অত্যাচার থেকে মানুষের মুক্তির জন্য জেহাদ বা সংগ্রাম করছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টান মিলিত ভাবে উৎপীড়কের ভূমিকায় পুণঃ অবতীর্ণ হয়। ইসলাম ঐ উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা সংগ্রাম করে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে ছিল। আবার ঐ জেহাদ ও সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বিধায় বাংলাদেশ কি খারাব? মুক্তিযোদ্ধারা বহু রাজাকার হত্যা করেছে বলে তারা কি জেহাদী?

সাউদী বাদশাহ ও বিন লাদেন উভয়ই মৌলবাদী এবং একই প্রভূর ক্রিতদাস। প্রভূর নির্দেশে ও অস্ত্র বলে এবং সাউদী অর্থে লাদেন যখন আফগানিস্তানে যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ দেশে মৌলবাদ প্রতিষ্ঠা করে, তখন তিনি মুজাহেদীন। প্রভুর সাথে দ্বিমত হওয়ার পরই তিনি জেহাদীতে পরিণত হলেন। তল্পীবাহক সাউদী বাদশাহ প্রভূর নির্দেশে এখনো মৌলবাদ প্রচারে রত আছেন। তিনি প্রভূর পেয়ারা। কিন্তু আমাদের যুক্তিহীন একচোখা নাস্তিকেরা প্রভুকে দেখতে পান না, কারণ মধুর উৎস শেষ হয়ে যাবে। তাই যত দোষ বংশ পরাম্পরায় প্রাপ্ত ধর্ম প্রান সাধারণ মুসলমান নামধারী জন্তুদের, যারা ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শে অবিচল। বর্তমানে এই জন্তুরা হুমায়ুন আজাদের উপর হামলার প্রতিবাদে বাংলার রাস্তায় প্রভূর পেয়ারা মৌলবাদী ও বিএনপির পুলিশ এবং মাস্তানদের সাথে জেহাদেরত। প্রভূর মদিরা পানকারী মুসলিম বিদ্বেষী যুক্তিহীন নাস্তিকেরা প্রভূসহ মৌলবাদ ও স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জেহাদেরত সাধারণ ধর্ম প্রান মানুষের মধ্যে অনৈক্য, হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে ব্যস্ত।

সেতারা হাশেম ০৩/১৩/০৪